যে ছেলেটি পাখীর ছবি আঁকত

জন জেমসের গল্প

জ্যাকলিন ডেভিস

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

চিত্রাঙ্কনঃ মেলিসা সুইট

জন জেমস অডুবোন ছোট থেকেই ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী। তিনি বাড়ির বাইরেই সময় কাটাতে বেশী ভালবাসতেন। তিনি কেবল বই পড়ে নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশে পাখিদের অধ্যয়নে বিশ্বাস করতেন। ১৮০৪ সালের শরত্কালে, পেনসিলভানিয়ায় বাড়ির কাছে বাসা বাঁধতে থাকা ছোট ছোট পাখিগুলি দেখতে দেখতে তাঁর মনে একটা ভাবনা কাজ করে, “পরের বছর আবার কি এই পাখিগুলোই এখানে ফিরে আসবে?” তিনি এটা পরীক্ষা করে দেখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতিটি শরৎ কালে ছোট পাখির অদৃশ্য হওয়া এবং আবার বসন্তে তাদের ফিরে আসা একটা রহস্য ছিল। গোটা শীত তারা কোথায় কাটালো? এবং যখন তারা ফিরে এসেছিল, তারা কি সত্যিই একই বাসায় ফিরে গিয়েছিল?

এই বইটি পড়ে আমরা জানতে পারব, অল্প বয়সেই অডুবোন কিভাবে পাখিদের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। কি অভুতপূর্ব একটি কৌশল তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। এই আশা রাখি যে আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ পাখির চিত্রশিল্পীর ছোটবেলা থেকেই পাখিদের প্রতি ভালবাসা দেখে তরুণ পাঠকেরা চেনা অচেনা পাখিদের বিষয়ে আকৃষ্ট হবে।

যে ছেলেটি পাখীর ছবি আঁকত

জন জেমসের গল্প

জ্যাকলিন ডেভিস

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

চিত্রাঙ্কনঃ মেলিসা সুইট

এটা সত্যি যে জন জেমস তার সমবয়সি বেশিরভাগ ছেলেদের চাইতে ভাল স্কেটিং, শিকার এবং সাইকেল চালাতে পারতেন। এটাও সত্যি যে তিনি মিনিউয়েট এবং গ্যাভোটে নাচতে পারতেন। তাতে তিনি একেবারে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলা যায়। তিনি বেহালা বাজাতে পারতেন। সহজেই সবার মন জয় করে নিতেন। আর বেড়াতে ভালবাসতেন। তবে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, মানে সারাদিনভর তিনি যা করতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন তা হল পাখি দেখা।
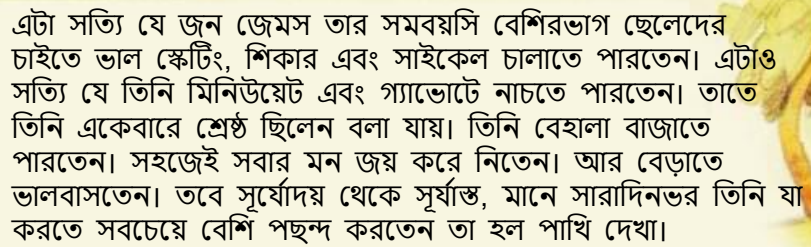
জন জেমস ফ্রান্সে তাঁদের বাড়ির কাছে বনের মধ্যে দিয়ে তাঁর বাবার সাথে হাঁটতে খুব ভালবাসতেন। হাঁটতে হাঁটতে পাপা অদুবোন পাখিদের গল্প বলতেন। নানান বিষয়ের গল্প- তাদের সুন্দর রং, তাদের মনোমুগ্ধকর ওড়া, এবং সবথেকে বিস্ময়কর - প্রতিটি শরতে তাদের রহস্যময় অন্তর্ধান আর তারপর বসন্তে তাদের নিশ্চিত প্রত্যাবর্তন।
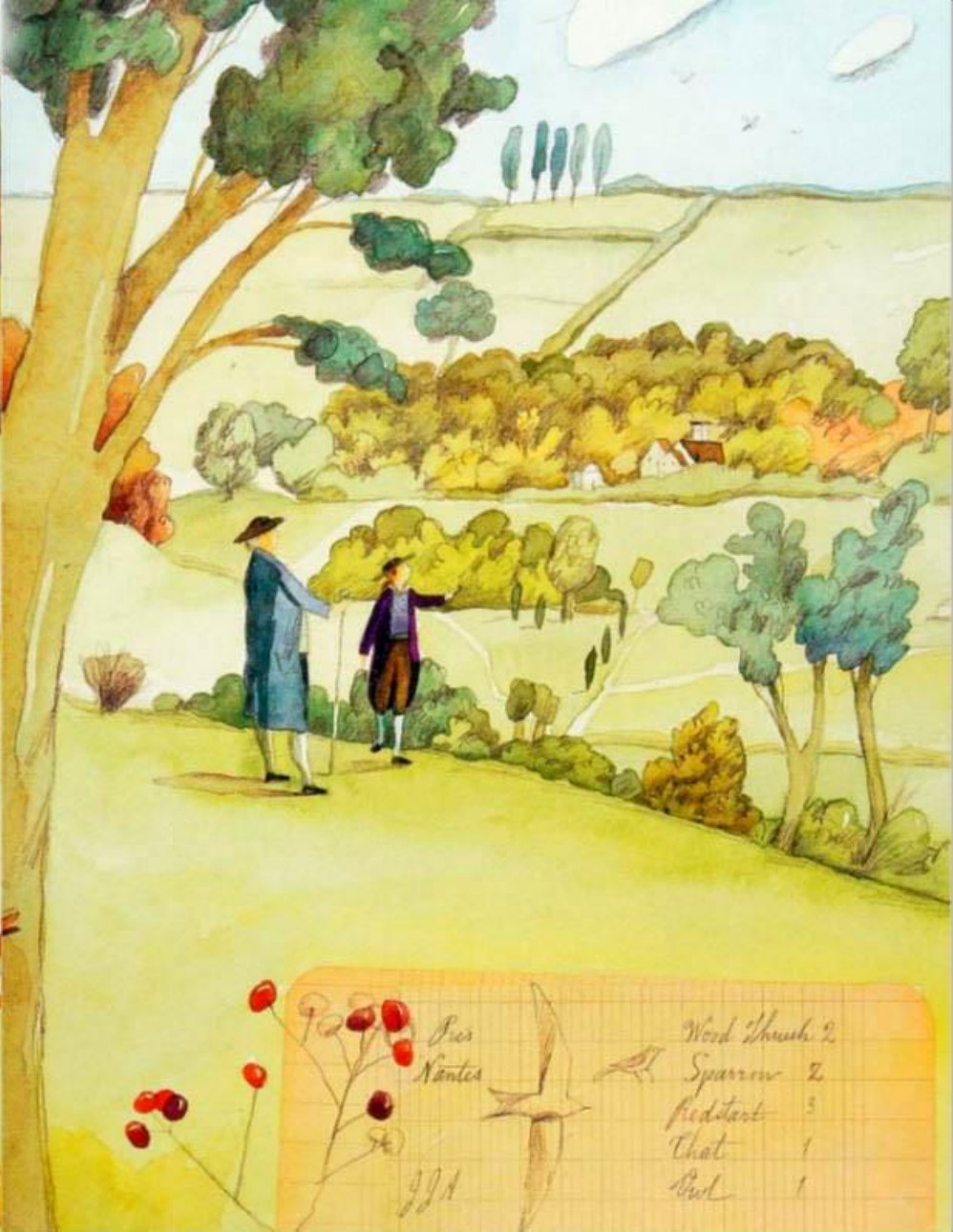
এখন জন জেমসের বয়স আঠারো বছর। তিনি একাই পেনসিলভানিয়ার জঙ্গলে হাঁটছেন। তার বাবা এখন চার হাজার মাইল দূরে। মাত্র ছয় মাস আগে বাবা তাকে জাহাজে তুলে দিয়েছিলেন। আমেরিকার জাহাজ। আমেরিকায় এসে একটি খাঁড়ির তীরে একটি খামারবাড়িতে থাকতে শুরু করেছে সে। বাবা তাকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন ইংরেজি শিখতে, ব্যবসা শিখতে, আর সর্বোপরি অর্থ উপার্জন করতে শিখতে। তবে মূলত তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে সুদূর আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন যাতে জন জেমসকে নেপোলিয়নের সেনার সাথে যুদ্ধ করতে যেতে না হয়। আর এদিকে জন জেমস ভাবছিল, কি জানি,সে তার বাবাকে আবার কোনোদিন দেখতে পাবে কিনা।

পেনসিলভেনিয়ায় তখন এপ্রিল মাস। এখনও গভীর গর্তগুলোয় সব বরফ জমে আছে। জন জেমস খাদের কিনারের বরফে খোঁচা দেয়। একরাশ বরফ খুঁচিয়ে একপাশে জড়ো করে সে চুনাপাথরের গুহার কাছে গেল। তার মন বলছিল, না জানি আজ কি দেখা যাবে। অবশেষে শুধু একটা পিউই পাখির খালি বাসা পাওয়া গেল। পাঁচদিন আগেও ঠিক এমনটাই খুঁজে পাওয়া গেছিল। ওটাই কি এটা?
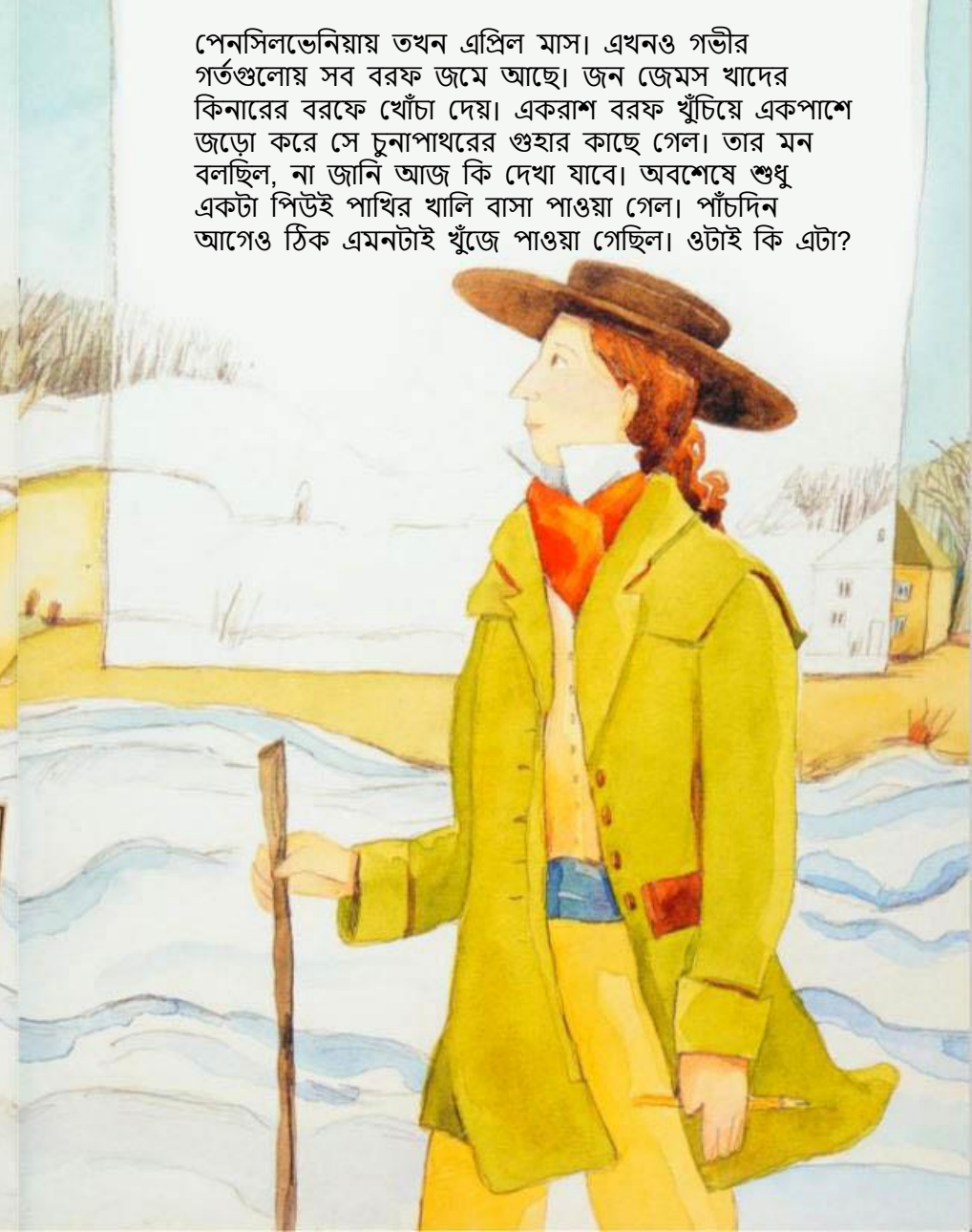
ফড়র! ফড়র! ফড়র! ডানার ঝাপটা দিয়ে তারা জন জেমসকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। পিউই ফ্লাইক্যাচাররা ফিরে এসেছিল।

স্ত্রী পাখিটি তীরের মতো গুহা থেকে উড়ে বেড়িয়ে গেল। পুরুষ পাখিটা ছিল বড়। তার গায়ের রঙটাও ছিল গাঢ়। সে জন জেমসের মাথার উপরে ডানা ঝাপটাচ্ছিল। আর ঠোঁট থেকে অদ্‌ভুত শব্দ করছিল। ঘড়ঘড়, ঘড়ঘড়!

জন জেমস দৌড়ে গুহা থেকে বেরিয়ে খাঁড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তখনই দেখতে পেল পাখিগুলো ডুব দিচ্ছে। উড়ছে। উড়তে উড়তে মাছি ধরছে। এরা কি সেই পিউই গুলোই যারা গত বছর বাসা তৈরি করেছিল? তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন শীতটা তাহলে ওরা কোথায় কাটালো? ওরা কি পরের বসন্তে আবার ফিরে আসবে?

জন জেমস জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বাড়ির দিকে ছুটল। "ম্যাডাম থমাস! ম্যাডাম থমাস!"

চীৎকার করতে করতে ফার্মহাউসের রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল সে। "লল ওয়াই আ ডেস অরজেউক্স!" উত্তেজনায় তার মুখ দিয়ে তখন ফরাসি বেরচ্ছিল।

মিসেস থমাসকে পাপা অডুবন মিল গ্রোভে তাঁদের আমেরিকান ফার্ম হাউসের যত্ন নেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। মিসেস থমাস মুখে কিছু না বলে তার লম্বা কাঠের চামচ দিয়ে জন জেমসের কর্দমাক্ত জুতাগুলো খুলতে নির্দেশ করলেন।

জন জেমস দ্রুত সেগুলি খুলে ফেলল। আগুনের পাশে শুকানোর জন্য রেখে দিল।
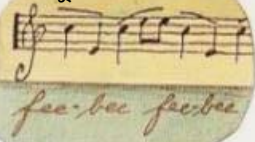
বলল, "পাখি! আমি ঐ পাখিগুলোকে আবার দেখছি। দুটো পাখি। গুহ্যর মধ্যে। কি সুন্দর!"

মিসেস থমাস ভ্রু কুঁচকালেন। তিনি এই অতি উতসাহী ফরাসি ছেলেটিকে বড়ই ভালবাসতেন। ছেলেটা তার বয়সি অন্য সবার থেকে আলাদা ছিল। খালি পাখি, পাখি করে পাগল ছিল। সবসময় শুধু পাখি! সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে চোখ বন্ধ করার মুহূর্ত পর্যন্ত সে শুধু পাখির কথাই ভাবত।

"মাস্টার অডুবন।" তিনি ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি এবার একটু ক্ষেতের কাজে মন দাও। পাখিদের পিছনে একটু কম তাড়া করো। সেটাই তোমার জন্য ভাল হবে, আর ভগবানও খুশী হবেন।"
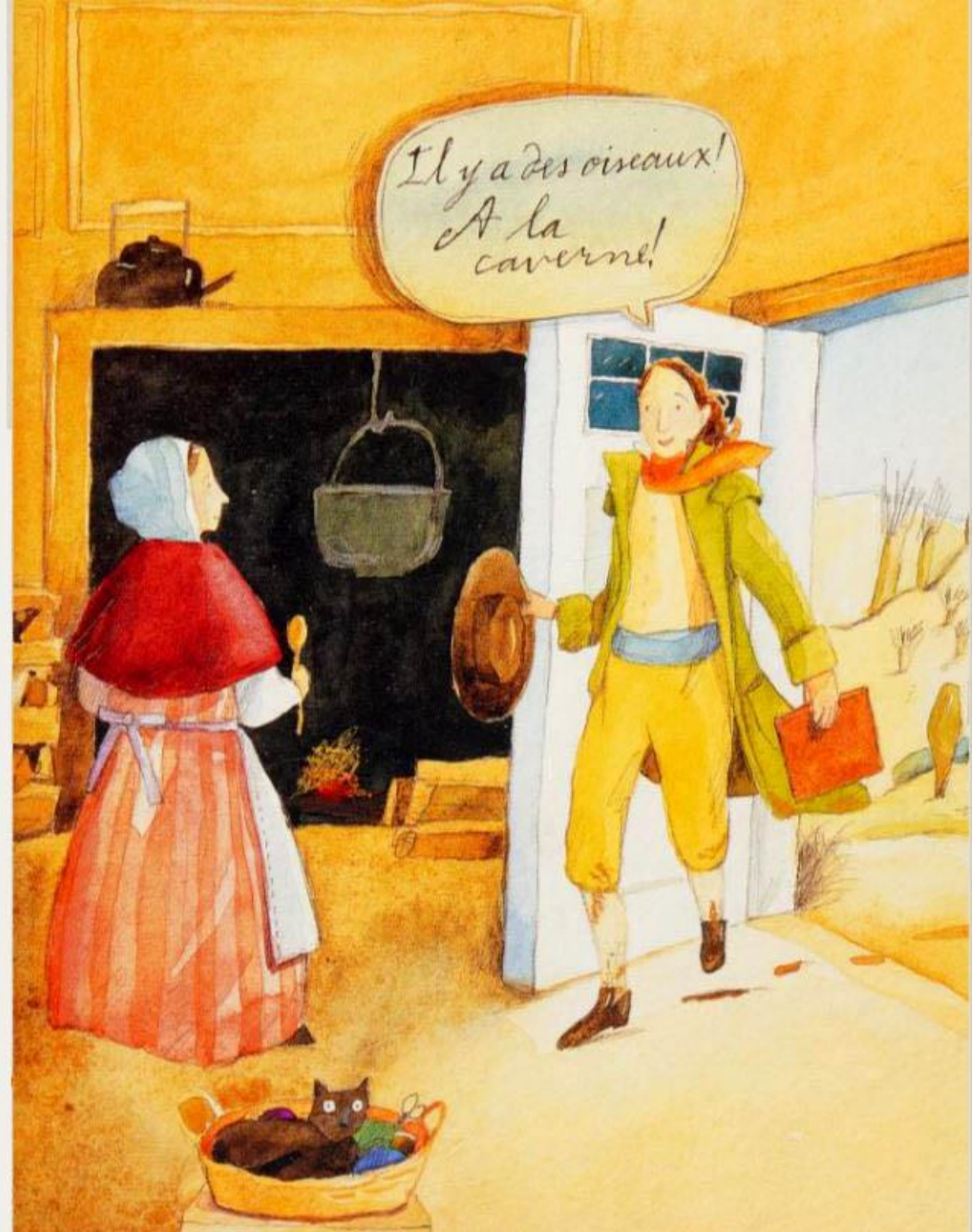
কিন্তু জন জেমস তখন সিঁড়িতে। শুনতে না পাওয়ার ভান করে উপরে উঠতে লাগল সে। এরপর সোজা তার চিলেকোঠার ঘরে উঠে গেল—এটা ছিল তার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। এই ঘরের প্রতিটি শেলফ, প্রতিটি টেবিল, মেঝের প্রতিটি কোণায় পাখির বাসা, ডিম, গাছের ডাল, নুড়ি এবং লাইকেন, চামড়া এবং স্টাফড পাখি: পাখির ডানা এবং গ্র্যাকল বোঝাই ছিল । মাছরাঙা, কাঠঠোকরা আরও কত রকমের সব পাখি। দেয়াল জোড়া খালি ছবি- পেন্সিল এবং ক্রেয়ন রঙে আঁকা পাখির ছবি। সবগুলিতে ইংরাজীতে "জেজেএ" স্বাক্ষরিত ছিল। প্রতি বছর তার জন্মদিনে, জন জেমস এই ছবিগুলি নামিয়ে ফেলত। এক বছরে যত ছবি সে এঁকেছিল সমস্ত আগুনে পুড়িয়ে ফেলত। তার মনে আশা ছিল যে কোনো একদিন সে নিশ্চয়ই এমন সব ছবি আঁকতে পারবে যা তুলে রাখার যোগ্য, সবাইকে দেখানোর যোগ্য । আর পোড়াবার দরকার পড়বে না।

জন জেমস বইয়ের আলমারির দিকে এগিয়ে গেলেন। তাঁর বাবার কাছ থেকে উপহার পাওয়া প্রাকৃতিক ইতিহাসের বইগুলো নামিয়ে পড়তে লাগলেন। শীতকালে ছোট পাখি কোথায় যায়? একই পাখি প্রতি বসন্তকালে আবার কেন বা কিকরে তার বাসায় ফিরে আসে? কিন্তু যে বিজ্ঞানীরা এই বইগুলো লিখেছেন তাঁদের প্রত্যেকের অভিমত এ বিষয়ে ভিন্ন। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা কারণ দেখিয়েছেন।

দুই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলও এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন যে প্রতি শরতে সারসের এক বিশাল ঝাঁক দক্ষিণে উড়ে যায় এবং বসন্তে ফিরে আসে। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে ছোট পাখিরা পরিযায়ী হয় না। ছোট পাখি নিয়ে অ্যারিস্টটল লিখেছেন, সমস্ত শীতকাল তারা হয় জলের নীচে অথবা ফাঁপা কাঠের ফোকরগুলোতে শীত নিদ্রায় কাটায়।

গত সপ্তাহেই আমার জালে এক ঝাঁক পাখি ধরা পড়েছিল।

সমস্ত শীতকাল তারা হয় জলের নীচে থাকে।

তখনও অনেক বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটলের সাথে একমত পোষণ করেছেন। তারা বলেছেন, ছোট পাখিরা সব একজড়ো হয়ে একটা বড় বলের মত আকার বানায়। ঠোঁটের মধ্যে ঠোঁট, ডানার মধ্যে ডানা এবং পায়ে পায়ে জড়িয়ে সমস্ত শীতকালে জলের নীচে কাটায়। জমে থাকা বরফের মত। এমনকি অনেক জেলেরাও তাদের জালে পাখির এমন জট ধরার গল্পও বলেছিল, তাই এই ধারণায় অনেকেই বিশ্বাস করেন।

জন জেমস কখনই জলের নীচে পাখির জট পাকানো বল খুঁজে পায়নি। বিজ্ঞানীদের সব কথা তাই তিনি বিশ্বাস করেননি। কিন্তু কেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশ্বাস করত যে প্রতি শীতকালে পাখিরা এক জাতের থেকে অন্য জাতের রূপান্তরিত হয়! একজন বিজ্ঞানী তো এও দাবী করেন যে পাখিরা প্রতি শরতে চাঁদে ভ্রমণ করে এবং বসন্তে ফিরে আসে। তিনি এও বলেন, তাদের এই সফরে ষাট দিন লাগে!

জন জেমস ক্লাসে বেশি সময় থাকতই না। স্বভাবতই, স্কুলের প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় সে ফেল করত। সে ছিল প্রকৃতিপ্রেমী। সে পাখিদের অভ্যাস এবং আচরণ খুব কাছ থেকে অধ্যয়ন করত।
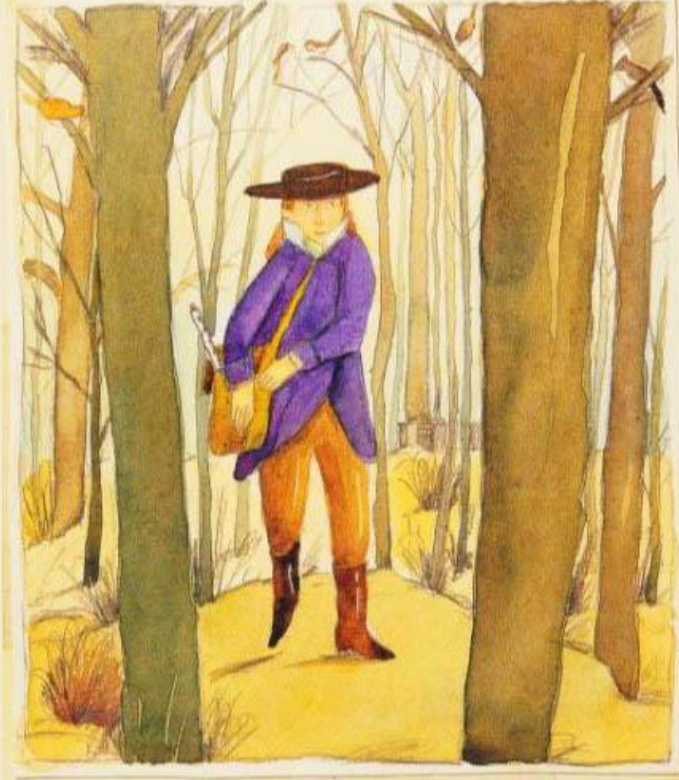
জন জেমস ঠিক করল এবার থেকে গুহায় বইপত্তর নিয়ে যাবে। পেন্সিল আর কাগজও। বাঁশিও নিয়ে যাবে। প্রতিদিন গুহার মধ্যে পাখিদের অধ্যয়ন করবে। তাদের যেমন দেখছে ঠিক তেমনই ছবি আঁকবে। আর সেই থেকে সে ঘরের বাইরে বেশি থাকত। আর তা ছবি আঁকত।

এক সপ্তাহের মধ্যে পাখিগুলো তার সাথে বেশ সহজ হয়ে গেল। পাখিরা জন জেমসকে উপেক্ষা করেই নিজেদের মত থাকতে শুরু করল। জন আঁকতে আঁকতে লক্ষ্য করতে লাগল কিভাবে তারা নরম কাদা একটু একটু করে বয়ে নিয়ে আসে। পড়তে পড়তে জন দেখত ওরা শ্যাওলার টুকরো নিয়ে আসছে। বাঁশি বাজাতে বাজাতে দেখত ওরা কেমন করে খাড়ির পাড় থেকে হাঁসের পালক সংগ্রহ করে।

শীঘ্রই শুকনো বাদামী বাসা নরম সবুজ বিছানায় পরিণত হল। আর জন জেমস পাখিদের গলার ডাক নকল করতে শিখে ফেলল: ফি-বি! ফি-বি !

বসন্ত পেরিয়ে গ্রীষ্ম এল। গ্রীষ্মও চলে গেল। জন জেমস দুটি বাসায় বাচ্চা ফুটতে দেখল। তার সামনেই পাখির ছানাগুলো প্রথমবারের মতো উড়ে গেল। দেখতে দেখতে সেও যেন নিজেকে ওদের পরিবারের একটি অংশ অনুভব করতে শুরু করল।

আস্তে আস্তে আবার দিন ছোট হতে শুরু করল। আর শরতের হাওয়া কামড় বসাতে লাগল। জন জেমস বুঝতে পারল পাখিরা এবার চলে যাবে। কিন্তু তারা কি ফিরে আসবে? এটাই তার জানার ছিল! এই প্রশ্নটি তার কাছে ভয়ঙ্করভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

রাতে বিছানায় শুয়ে সে একটা পরিকল্পনা তৈরি করল।

পরের দিন যখন মা আর বাবা পাখিরা বাসা থেকে উড়ে গেল, জন জেমস একটি ছানাকে তুলে নিল। সে পড়েছিল মধ্যযুগীয় রাজাদের কথা, যারা তাদের পোষা বাজপাখির পায়ে ব্যান্ড বেঁধে দিতেন যাতে তারা হারিয়ে গেলে তাদের চিনে নিতে আর ফেরত পেতে সুবিধা হয়। তাহলে এই বন্য পাখির পায়ে একটা ব্যান্ড পড়ানো যায় না? তাহলে তো এরা কোথায় যায় খুঁজে বের করতে সুবিধা হয়, তাই না? এমনটা তো আগে কখনো করা হয়নি। তবে জন জেমস তো চেষ্টা করে দেখতে পারে!

সে পকেট থেকে একটা সুতো বের করে বাচ্চা পাখির পায়ের চারপাশে আলগা করে বেঁধে দিল। পাখিটা সাথে সাথে তা ছিঁড়ে ফেলে দিল। পরের দিন সে পাখির পায়ে আরেকটি সুতো বেঁধে দিল। আবার, পাখিটি তা ছিঁড়ে ফেলল। অবশেষে, জন জেমস পাশের একটা গ্রামে প্রায় পাঁচ মাইল হেঁটে গেল। ওখানে থেকে রূপার বানানো সূক্ষ্ম সুতো দিয়ে বোনা চেন কিনে আনল। এই চেনগুলো পাতলা কিন্তু শক্তিশালী ছিল। সে প্রতিটি ছানার একটি পায়ে এটি আলগা করে বেঁধে দিল।

সপ্তাহ খানেক পরে, পাখিগুলি চলে গেল।
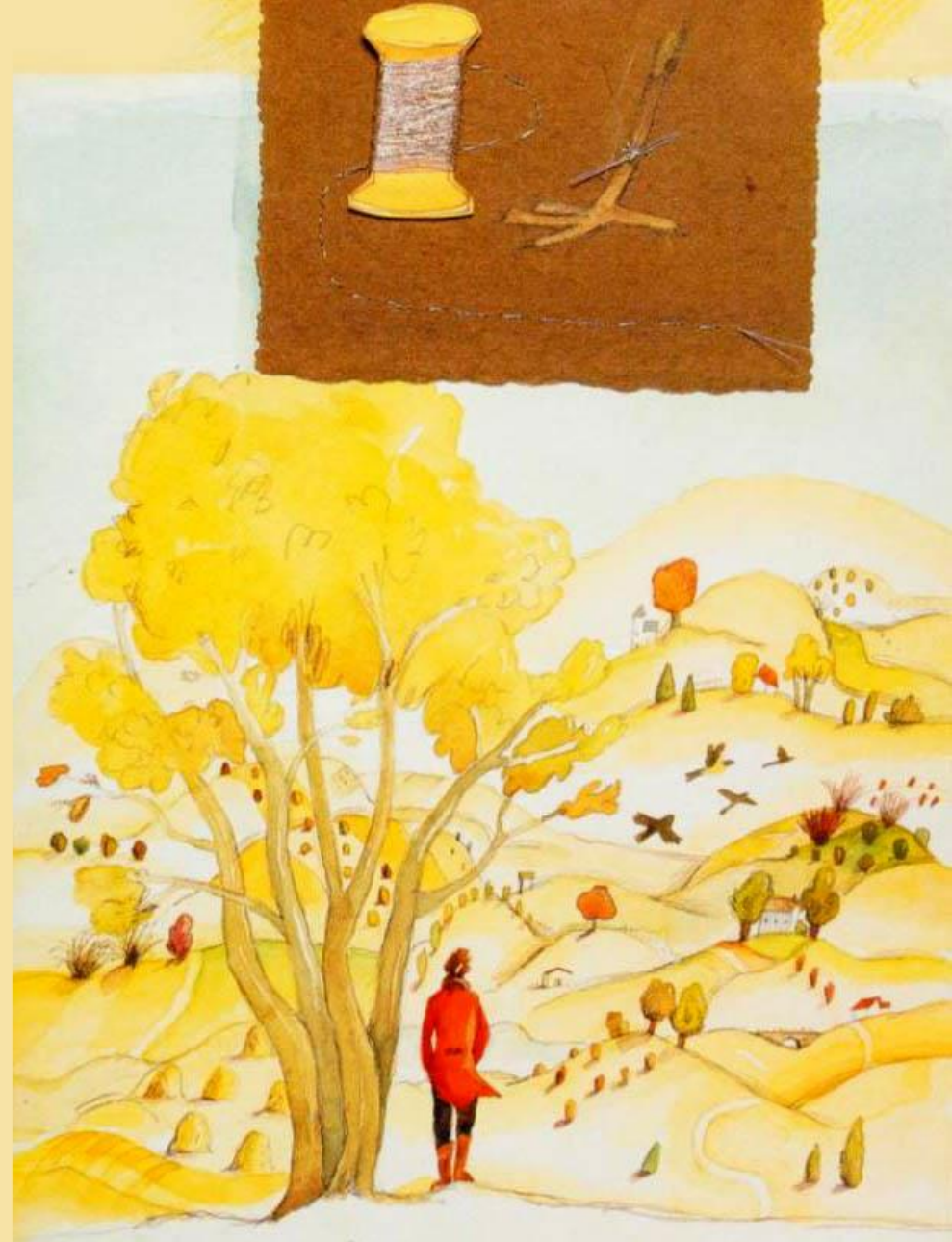
খালটি এখন বরফে জমে গেছে। যতবার জন জেমস ফাঁকা গুহার পাশ দিয়ে স্কেটিং করেছিল, ততবার তার মনে দুই হাজার বছরের পুরনো প্রশ্নটি ফিরে ফিরে আসছিল: পাখিগুলো সব কোথায় যায়? তারা কি বসন্তে আবার একই বাসায় ফিরে আসে?

সারাটা শীতকাল জন জেমস তার সবচেয়ে প্রিয় ঘর, তার সেই যাদুঘরেই কাটালেন। গুহায় আঁকা পেন্সিল স্কেচগুলি সে সম্পূর্ণ করল। মনে মনে সে ভাবছিল যে পরের জন্মদিনে তার কাছে একটি বা দুটি ছবি থেকে যাবে, যা আগুনে না পোড়ালেও চলবে।

আস্তে আস্তে দিনগুলো দীর্ঘ হতে থাকে। খালের বরফ ফাটতে শুরু করে। তারপর গলে যায়।

একদিন সকালে হঠাত জন জেমস আবার পাখির ডাক শুনতে পায়, ফি-বি! ফি-বি !

সে ছুটে যান গুহার দিকে। মাথা নীচু করে সাবধানে ভিতরে ঢোকে।

এবার কিন্তু মেয়ে পাখিটা তাকে দেখে তীরের মতো গুহা থেকে উড়ে গেল না। পুরুষ পাখি জন জেমসের মাথার উপরে তার ডানার ঝাপটা মারল না। ঠোকরালো না। পরিবর্তে, তারা এমন ভান করতে লাগল যেন কেউ নেই সেখানে। গুহার ভেতরে ও বাইরে পাখিদের উড়তে দেখে জন জেমসের মন বলতে লাগল যে এরা সেই তার পুরানো বন্ধুরাই ফিরে এসেছে।

কিন্তু গত বছরের ছানাগুলো এতদিন কোথায় ছিল? এখন ওরা বড় হয়েছে? তারাও কি ফিরে এসেছে? তাদের ডাক শুনে কাছাকাছি জঙ্গল ও বাগান খোঁজাখুঁজি করতে লাগল জন।
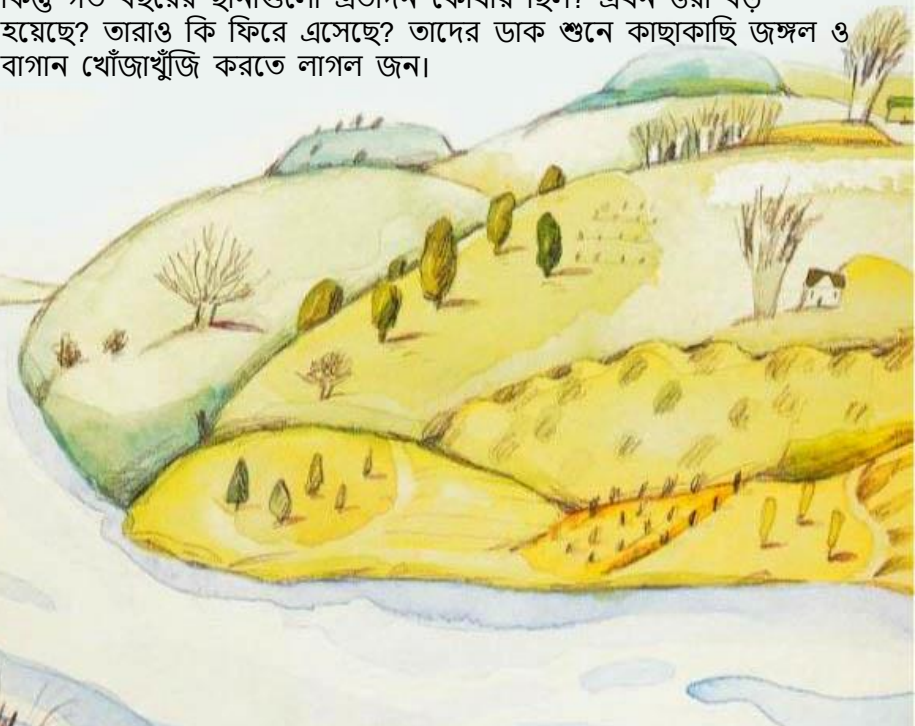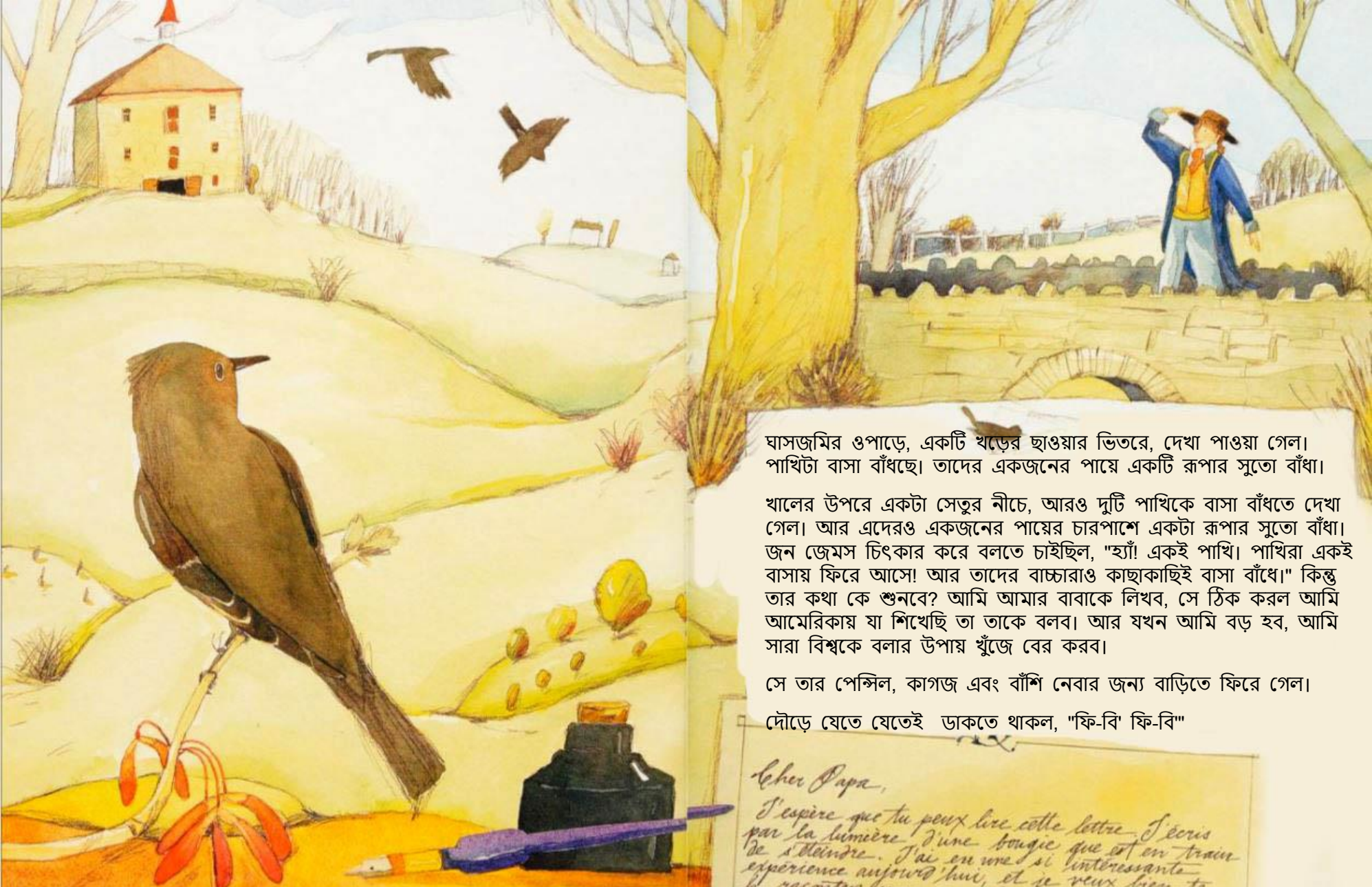
ঘাসজমির ওপাড়ে, একটি খড়ের ছাওয়ার ভিতরে, দেখা পাওয়া গেল। পাখিটা বাসা বাঁধছে। তাদের একজনের পায়ে একটি রূপার সুতো বাঁধা।

খালের উপরে একটা সেতুর নীচে, আরও দুটি পাখিকে বাসা বাঁধতে দেখা গেল। আর এদেরও একজনের পায়ের চারপাশে একটা রূপার সুতো বাঁধা। জন জেমস চিৎকার করে বলতে চাইছিল, "হ্যাঁ! একই পাখি। পাখিরা একই বাসায় ফিরে আসে! আর তাদের বাচ্চারাও কাছাকাছিই বাসা বাঁধে।" কিন্তু তার কথা কে শুনবে? আমি আমার বাবাকে লিখব, সে ঠিক করল আমি আমেরিকায় যা শিখেছি তা তাকে বলব। আর যখন আমি বড় হব, আমি সারা বিশ্বকে বলার উপায় খুঁজে বের করব।

সে তার পেন্সিল, কাগজ এবং বাঁশি নেবার জন্য বাড়িতে ফিরে গেল।

দৌড়ে যেতে যেতেই ডাকতে থাকল, "ফি-বি' ফি-বি'"

জন জেমস অডুবন

একটি পাখিকে ব্যান্ড পড়ানো—অর্থাৎ, তার গতিবিধি ট্র্যাক করার জন্য পাখির পায়ের চারপাশে একটি মার্কার বেঁধে রাখা—অডুবনের সময়ে এটা একটা অভিনব উদ্ভাবন ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ১৮০৪ সালে জন জেমস উত্তর আমেরিকার প্রথম ব্যক্তি যিনি পাখিদের ব্যান্ড পড়িয়েছিলেন। তাঁর একটি সাধারণ পরীক্ষা একটি জটিল তত্ত্ব প্রমাণ করতে সাহায্য করেছিল: অনেক পাখি প্রতি বছর একই নীড়ে ফিরে আসে, এবং তাদের বংশধরেরাও তার কাছাকাছি ই বাসা বাঁধে। একে হোমিং বলা হয়। বাকি বিশ্ব অডুবনেরঈই পরীক্ষা সম্পর্কে জানতে পেরেছিল যখন তিনি তাঁর বইয়ে এটি সম্পর্কে লেখেন। পরবর্তীকালে, বিংশ শতাব্দীতে, বিজ্ঞানীরা এই ব্যান্ডিং ব্যবহার করেই প্রমাণ করেন যে ছোট পাখিরা মাইগ্রেট করে।

এই বইয়ের গল্প যেখানে শেষ হয় তার কিছুদিন পরেই, জন জেমস ফ্রান্সে তার বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন। সম্ভবত তিনি, পাখিদের মতোই বাড়ির প্রতি একটি টান অনুভব করেছিলেন। কিন্তু এক বছর পরে, তিনি পাপা অদুবনকে বিদায় জানিয়ে আবার আমেরিকায় ফিরে যান। সেই তিনি তাঁর "জীবনের বন্ধু" বাবাকে শেষবারের মতো দেখেছিলেন।

তরুণ জন জেমস সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পাখির চিত্রশিল্পী হয়ে ওঠেন। তিনিই প্রথম পাখিদের জীবন-আকৃতির ছবি আঁকতেন । তিনিই প্রথম ছবিতে পাখি শিকার, প্রিইনিং, লড়াই এবং উড়তে দেখান। তার বিপ্লবী চিত্রকর্ম দুধরণের মানুষকে খুশি করেছিল। এক, বিজ্ঞানী, যারা তাদের নির্ভুলতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং দুই, সাধারণ মানুষ, যারা কেবল তার পাখির সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে দেখেছিল।

অডুবন তার গুহার পাখির শত শত স্কেচ তৈরি করেছিলেন, কিন্তু তার প্রায় কোনটিই বাঁচানো যায়নি। তিনি ১৮২৫ সালের দিকে লুইসিয়ানায় পিউই ফ্লাইক্যাচারের (একটি ইস্টার্ন ফোবি নামে পরিচিত) এই জলরঙটি এঁকেছিলেন।

লেখকের সোর্স নোট

এই গল্পটি লিখতে গিয়ে, আমি প্রাথমিকভাবে "অর্নিথোলজিক্যাল বায়োগ্রাফি" এবং শার্লি-স্ট্রেশিনস্কির বই "অডুবন: লাইফ অ্যান্ড আর্ট ইন দ্য আমেরিকান ওয়াইল্ডারনেস" বইটির উপর নির্ভর করেছি। এই গল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রায় প্রতিটি বিবরণ এই দুটি বইয়ে লেখা হয়েছে। অডোবন তার জন্মদিনে তার প্রথম দিকের অনেক পেইন্টিং পুড়িয়ে দিয়েছে। তিনি কোথায় রূপার সুতো কিনেছিলেন তা অনুমানের বিষয়, তবে অডোবন নিয়মিত পাঁচ মাইল হেঁটে নিকটতম গ্রাম নরিসটাউনে যেতেন। এবং এটা প্রায় নিশ্চিত যে মিসেস থমাস একজন শান্ত কোয়েকার ছিলেন এবং সম্ভবত তার সেলাইয়ের ঝুড়িতে রূপার সুতো রাখা থাকতেই পারে। অডোবন কি এরিস্টটলের লেখা পড়েছিলেন? এ নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন রাখা যেতে পারে। বাবা অডোবোন উপহার হিসাবে বই দিতে পছন্দ করতেন এবং এটা সম্ভব যে তিনি তার ছেলেকে যে প্রাকৃতিক ইতিহাসের বই দিয়েছেন তার মধ্যে একটিতে পাখির স্থানান্তর এবং হাইবারনেশন সম্পর্কিত প্রাচীন গ্রীক তত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
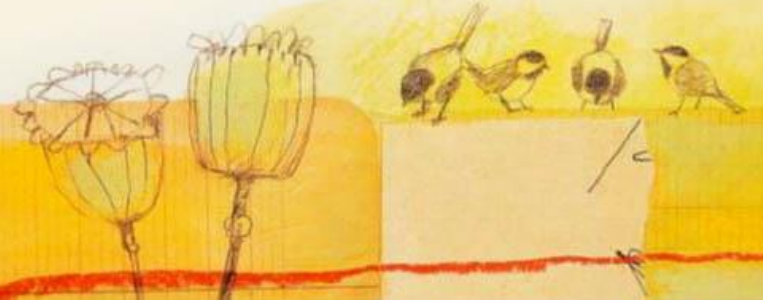
চিত্রকরের সোর্স নোট

পেনসিলভানিয়ার মিল-গ্রোভের বাড়ি এবং জমি যেখানে এই গল্পটি ঘটেছে তা এখন অডোবন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের অংশ। আমি সেখানে কয়েকদিন পেইন্টিং দেখে কাটিয়েছি। আমি সেখানে বনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করেছি এবং পাখির কিছু ছবিও করেছি। সেখানে প্রশাসক এবং কিউরেটর অ্যালান গেহরেট ধৈর্য ধরে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং আমাকে আসল নথিগুলো দেখিয়েছেন। তার জন্য তাকে ধন্যবাদ. পরে আমি কেনটাকির হেন্ডারসনের জন জেমস অডোবন স্টেট পার্কেও গিয়েছিলাম। সেখানকার জাদুঘরে আমি অডোবনের জীবনের সাথে সম্পর্কিত আরও অনেক নিদর্শন এবং শিল্প দেখতে পেয়েছি। আমার গবেষণায় আমাকে সাহায্য করার জন্য সেখানে কিউরেটর ডন বোরম্যানকে ধন্যবাদ। আমি পাখির গানকে এফ হিসাবে চিহ্নিত করেছি। শুইলার ম্যাথিউসের "ফিল্ড বুক অফ ওয়াইল্ড বার্ডস অ্যান্ড তাদের মিউজিক" থেকে।

এটা আমার উপর প্রভাব ছিল আশ্চর্যজনক সহজ ছিল. অডোবনের শিল্প দেখে বিস্মিত না হওয়া কারও পক্ষে কঠিন হবে, তবে তাঁর হাতের লেখার শৈলী এবং তিনি যে হস্তনির্মিত কাগজপত্র ব্যবহার করেছিলেন তা আমার পেইন্টিং এবং কোলাজের প্রাথমিক ভিত্তি হয়ে উঠেছে। শিল্পটি টুইনরকার হস্তনির্মিত কাগজপত্র এবং প্রাচীন কাগজের উপর তৈরি করা হয়েছিল, জল-রঙ এবং গাউচে, কলম এবং কালি, পেন্সিল এবং কোলাজ দিয়ে।